বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

স্বপ্নসুখের দাম্পত্য
মূল : শাইখ মুহাম্মাদ ইউনুস আবদুস সাত্তার
অনুবাদ: জমির মাসরুর
সম্পাদনা : জাবির মুহাম্মদ হাবীব
বানান ও ভাষারীতি : মারিয়া কিবতিয়া
প্রচ্ছদ : আশিক এলাহি
প্রকাশক : দারুল ইলম

শাইখ মুহাম্মাদ ইউনুস আবদুস সাত্তার

স্বপ্ন-সুখের দাম্পত্য

দাম্পত্য-সুখের ইমাজিনারি প্রেসক্রিপশন

অনুবাদ

জমির মাসরুর

সম্পাদনা

জাবির মুহাম্মদ হাবীব

দারুল ইলম

অর্পণ—

—আরশী—

আপনি আমার সুখের আরশ। আপনার চোখের কাজলে আমার স্বর্গসুখ।

সূচীপত্র

নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	প্রকাশকের কথা..	১৩
	অনুবাদকের কথা..	১৫
	শুরুর আগে..	১৭
	নারী হলো ‘মাতা‘’ এবং ‘আয়াহ্’	১৭
	ফ্যাকাসে ভালোবাসা	১৮
	সত্যিকার ভালোবাসা যেভাবে হয়	১৮
	নবীজির প্রতি সালাম	২৫
	পূর্বাভাস	৩০
	জীবন বিনষ্ট করে কে?	৩০
	কেউ নেই সুখে..; কিন্তু কেন	৩১
	গলদ আসলে কোথায়	৩২
	চেপে আছে চারদিকে সংকীর্ণতা!	৩৩
	সংসার ভাঙার নেপথ্য	৩৪
	আফসোসের কথা..	৩৫
	বইটি সংকলনের কারণ..	৩৬
	ভাইদের প্রতি..	৩৭
	কী আছে বইয়ে..	৪৩

	বইটি কার জন্য	৪৩
	বিন্যাস-বিষয়ক কথা..	৪৪
	প্রথম অধ্যায়	
	প্রথম পরিচ্ছেদ : হৃদয় ও ভালোবাসা	**৪৮**
	হৃদয়ের পরিচয়	৪৮
	মুহাব্বাত মে শিরকাত ন্যেহি	৫০
	প্রেমিক-হৃদয়	৫৫
	ভালোবাসা কাকে বলে?	৫৫
	উমার রা.-এর ভালোবাসা	৫৭
	ভালোবাসার আলামত	৫৯
	নবীজির প্রতি আব্দুল্লাহ ইবনু জায়িদ-এর ভালোবাসা	৬৫
	নবীজির প্রতি এক নারীর মুহাব্বাত	৬৬
	নবীপ্রেমের মৃত্যু	৬৭
	ভালোবাসার সংজ্ঞা	৬৮
	মধ্যমপন্থাই সর্বোত্তম	৭০
	উজরি ভালোবাসা	৭১
	এক উজরি নারীর ভালোবাসা-বিরহ	৭২
	কবিতা যদিও ছিল না কখনো নিষ্পাপ	৭২
	হাজারা গোত্রের সেই প্রেম	৭৩
	লাভ ম্যারেজ; একটি ব্যর্থতার উপখ্যান	৭৩
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উপকারী ভালোবাসা	৭৬
	উপকারী ভালোবাসা কী?	৭৬
	ভালোবাসা কেন হয়!	৭৬
	ভালোবাসতে বাধ্য করে যা	৭৭
	আল্লাহ ভালোবাসেন বান্দাকে	৭৮
	পূর্ণ ঈমান যার, পূর্ণ ভালোবাসা তার	৮১
	নিঃস্বার্থ ভালোবাসা	৮২
	আল্লাহ তাআলা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন	৮৫

	বিবাদের সমাধান	৮৮
	চরিত্রগঠন	৯০
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ভালোবাসা-বৃদ্ধির উপায়	৯১
	ভালোবাসা-বৃদ্ধির সহায়ক	৯১
	♥ এক. গোসলের মাঝে খুনসুটি ও অন্তরঙ্গতা	৯১
	♥ দুই. দুজন এক কাথার নিচে শোয়া	৯৩
	হায়িজ অবস্থায় দুষ্টুমি করাও কি নিষেধ?	৯৪
	হায়িজ অবস্থায়ও একত্রে ঘুমানো উত্তম	৯৬
	♥ তিন. স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেওয়া	৯৮
	♥ চার. মেয়েদের শিশুসুলভ আচরণের মূল্যায়ন করা	১০২
	♥ পাঁচ. নাম সংক্ষিপ্ত করে খুনসুটি করা	১০৩
	♥ ছয়. স্ত্রীর সাথে প্রতিযোগিতা করা	১০৫
	বিচক্ষণ স্বামী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	১০৫
	♥ সাত. খাওয়া-দাওয়ার ভেতর খুনসুটি	১০৯
	♥ আট. স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করা	১১২
	♥ নয়. ঘরে ঢুকেই মিসওয়াক করা	১১২
	♥ দশ. সিয়াম রাখাবস্থায়ও উষ্ণ চুম্বন	১১৪
	আয়িশার সাথে নবীজির ঘুম ও রাতের ইবাদাত	১১৬
	ঘরে নবীজিবনের চিত্রপট	১১৮
	♥ এগার. রোমান্টিকতা ও অন্তরঙ্গতা	১১৯
	স্ত্রীকে প্রস্তুত করবেন কীভাবে!	১২০
	ফুলশয্যার সেই রাতে	১২২
	আমরা যা ভুলে যাই	১২২
	দায়িত্বটা পুরুষের	১২২
	সুখের পাটাতনে চিরযৌবন যার	১২৪
	কীভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করবেন	১২৫
	নারীরা কাঁচতুল্য	১২৫
	স্ত্রী-প্রহারকারীকে নবীজির বদদুআ	১৩২

	আমি আত্মহত্যা করব	১৩৪
	স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসার নিদর্শন	১৪০
	নবদম্পতির জন্য বিশেষ কিছু কথা	১৪২
	অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে সতর্ক থাকা	১৪২
	প্রিয় প্রেয়সী নারী!	১৪৩
	স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসার নিদর্শন	১৪৬
	স্বামী-স্ত্রীর মৌলিক পার্থক্য	১৪৬
	তালাক কি হুট করে হয়!	১৪৬
	এক পরিচিত নারীর ঘটনা	১৪৭
	একজন স্বামীর সুখের আয়োজন	১৪৯
	স্বামীরা কী চান?	১৪৯
	একজন স্বামীর সুখের উপকরণ	১৫৪
	একজন পুরুষ কীসে সুখী হন	১৫৪
	সৎ লোকের কাছে স্বামীর জন্য দুআ চাওয়া	১৫৬
	স্বামীর কাছেও দুআ চাওয়া	১৫৭
	কেউ আছে কি, তার ডাকে সাড়া দেবে?	১৫৮
	স্বামীদের অপ্রাপ্তির অনুযোগ	১৬২
	স্ত্রীদের সুখ কীসে?	১৬৫
	অধিকাংশ তরুণীর ভাবনা	১৬৫
	স্বপ্নপূরণ আসলেই কি সম্ভব	১৬৭
	পুরুষের যে গুণ নারীকে মুগ্ধ করে	১৬৭
	গভীর রাতে ঘরে ফেরা অপছন্দনীয়	১৬৮
	গভীর রাতে ঘরে না ফেরা	১৬৯
	একটি মজার, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা	১৭০
	ইবনু আব্বাস রা.-এর পরিপাট্য	১৭১
	একজন স্ত্রীর দুঃখ ও অপ্রাপ্তির আখ্যান	১৭২
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
	প্রথম পরিচ্ছেদ : দাম্পত্য-প্রেম	**১৭৫**

	দাম্পত্য-প্রেম	১৭৫
	দুর্বলতার অর্থ	১৭৬
	এই হাদিস থেকে শিক্ষা	১৭৬
	হাদিসটির বিশ্লেষণ	১৮৩
	প্রেমমুগ্ধ এক আরব বালকের গল্প	১৮৭
	মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা	১৮৮
	সায়্যিদা জুবাইদার একটি ঘটনা	১৮৯
	প্রেমোন্মাদ এক গোলাম ও বাঁদির পত্রালাপ	১৯০
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্ত্রী ও বাদীদের প্রেমময়তার কিছু গল্প	১৯৩
	আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের ঘটনা	১৯৩
	মুগিস ও বারিরার ঘটনা	১৯৬
	এই হাদিস থেকে যা পেলাম	১৯৭
	তুমি চাঁদের চেয়ে সুন্দর না হও তাহলে তুমি তালাক	২০০
	হাফসা বিনতু আবদির রহমান ইবনি আবি বকরের ঘটনা	২০২
	নায়িলা রা.-এর ভালোবাসার গল্প	২০৪
	আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইরের স্ত্রীর বিস্ময়কর ঘটনা	২০৫
	উম্মে দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহার সততা	২০৫
	স্বামীর কবরে একবছর বসবাস করা এক নারীর গল্প	২০৬
	একটি আরও আশ্চর্যজনক ঘটনা	২০৭
	আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা	২০৮
	স্বামীর শোকে বোবা হয়ে যাওয়া এক নারীর গল্প	২০৯
	বনু উজরার এক নারীর প্রেমের উপখ্যান	২০৯
	স্বামীপ্রাণা কয়েকজন নারীর গল্প	২১১
	স্ত্রী-পাগল এক স্বামীর গল্প	২১৩
	এক যুবক যুবতীর গল্প	২১৪
	আবদুল মালিক ও তার স্ত্রী আতিকার ঘটনা	২১৬
	সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো	২১৯
	আমি দুই তরুণীর মাঝে ছিলাম	২১৯
	ইবনু আবি আম্মার ও তরুণীর ঘটনা	২১৯

	উমার ইবনু আব্দিল আজিজের প্রেমানুভূতির গল্প	২২১
	এক বুজুর্গ ও তরুণীর ঘটনা	২২৩
	খলিফা মুতাওয়াক্কিল ও মাহবুবা	২২৫
	প্রেমিকের জন্য বাঁদি উৎসর্গ	২২৬
	খলিফা মামুনের স্ত্রী-মুগ্ধতা	২২৮
	আমি প্রেমিক	২২৮
	এক যুগলের শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প	২৩০
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ : স্ত্রীর অবাধ্যতা	২৩৪
	স্ত্রী-শাসন	২৩৪
	অবাধ্যতার পরিণাম	২৩৫
	আমল কবুল হবে না	২৩৬
	তিনটি হাদিসের শিক্ষা	২৩৭
	কিয়ামতে নারীরা জিজ্ঞাসিত হবে	২৩৭
	স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া	২৩৮
	কিছু নিষেধাজ্ঞা	২৩৮
	অভিশপ্ত পুরুষ	২৩৮
	অনুগত নারী : অবাধ্য নারী	২৪২
	জান্নাতি চার প্রকার নারী	২৪৩
	জাহান্নামি চার প্রকার নারী	২৪৪
	বিশ বছরে তার কোনো আচরণ আমাকে ক্রুদ্ধ করে নি	২৪৬
	একটি গল্প ও উপদেশ	২৫০
	মুআবিয়া রা.-এর ঘটনা	২৫১
	উপসংহার	২৫৩
	নারী সাহাবির স্বামী-অভ্যর্থনা	২৫৩
	শেষ কথা..	২৫৪
	পাঠ-মন্তব্য	২৫৬

প্রকাশকের কথা..

বাংলাভাষায় দাম্পত্য-বিষয়ক বই এখন মোটামুটি কিছু পাওয়া যায়। একটা সময় ছিল, 'বাসররাতের মধুর..' টাইপের কিছু বই ছাড়া, উপহার দেওয়া, অথবা নববিবাহতদের প্রস্তুতিমূলক পড়াশোনার জন্য বিশেষ বই পাওয়া-ই যেত না বলতে গেলে। সময় এখন পাল্টেছে। মানুষ এখন বই পড়ে; শুধু পড়ে না, ভালো কন্টেন্ট এবং ভালো বই পড়ে তারা অভ্যস্ত হচ্ছে। আপনার হাতের বইটি সেই ধারাবাহিকতারই অংশ মাত্র।

প্রকাশক হিসেবে আমাদেরও ইচ্ছে, কিছু ভালো বই পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া; এটা আমাদের দায়িত্বও। আমরা চেষ্টা করেছি—একটি ভালো বই আপনাদের হাতে তুলে দিতে। বাকি, আমাদের চেষ্টায় আমরা কতটুকু সফল, সেই গল্প শুনতে হবে, পাঠক, আপনার থেকে।

বইটি অনুবাদের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় তরুণ আলিম, প্রতিভাবান অনুবাদক জমির মাসরুর। সম্পাদনা করেছেন জাবির মুহাম্মদ হাবীব। তাদের প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

বইটির বানান আমি সংশোধনের কাজটুকু করেছি। সুতরাং প্রকাশক হিসেবে বানান-জাতীয় ভুলের পাশাপাশি অন্যান্য ভুলের দায়িত্বও আমারই ওপরই বর্তাবে। তাছাড়া, প্রকাশক হিসেবে ভুলের দায়ভার মাথাপেতে নেওয়ার মানসিতা নিয়েই আমরা কাজ করছি।

প্রিয় পাঠক, আপনি বইটি পড়বেন, পড়ে আপনার ভালো লাগাটা জানাবেন, এই প্রত্যাশা আমরা করতেই পারি। এই অনুরোধটাও আপনার কাছে থেকে গেল। আপনার ভালো থাকা আমাদের কামনা। আল্লাহ আপনাদের ভালো রাখুক, এই দুআ।

—প্রকাশক, দারুল ইলম

০৩.০২.২০২২ ইসাব্দ

অনুবাদকের কথা..

স্বপ্ন, সুখ এবং দাম্পত্য—তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব। তিনটি অস্তিত্ব একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কখনো সুখের সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখে নি—এমন মানুষ কোথাও নেই। বয়সের বিড়ম্বনায় হোক আর সামাজিক কারণে, বিয়ের কথা উঠতেই প্রতিটি যোড়শ তরুণী কিংবা সম্মোহনী যুবকের অন্তরজুড়ে বয়ে যায় বাসন্তী হাওয়া। স্বপ্ন আর কল্পনার রাজ্যে গড়ে তোলে সুখের আলিশান প্রাসাদ অথবা ফুলের বাগান। হাতের পাঞ্জায় আঙুল ভরে দিয়ে তরতর করে বেয়ে ওঠে সুখপ্রসাদের সিঁড়ি ধরে। বাগানের মাঝে ফুঁটে ওঠে নিমিষেই শতরকম ফুল। হাস্নাহেনা আর শিউলিগাছের নীচে চলে প্রেমময় খুনসুটি, অথবা জার্বেরা-সূর্যমুখীর মতো ঈষৎ বাঁকা দাঁতদুটো বের করে ভুবনমাতানো হাসি; কিন্তু স্বপ্নের ঘোর কাটতেই ভেসে ওঠে জাহান্নামের লেলিহান শিখা, অলক্ষুণে কালবৈশাখীর নগ্ন হামলা অথবা উত্তাল সমুদ্রের মাঝে টলমল ডিঙি নৌকো।

বাস্তবতা হলো—দুটোই স্বপ্ন বা কল্পনা। আগত জীবন নিয়ে দুটোর স্বপ্নের সম্ভাবনাই আছে প্রতিটি দম্পতির জীবনে। দাম্পত্যজীবন হতে পারে যেমন স্বর্গময়, হতে পারে দোজখের দুর্বিষহ যন্ত্রণা। প্রতিটি মানুষই চায়—তার স্বপ্নের প্রাসাদ হয়ে উঠুক সুখের শহর। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকুক যুগ যুগ ধরে। ছেলে পেলে নাতি-নাতকুর দিয়ে সরগরম থাকুক সকাল-বিকেল। বাগানজুড়ে হেসে উঠুক গোলাপের কড়ি, হাস্নাহেনারা বিলায় যেন সৌরভ অবিরাম। কিন্তু সবার কপালে কি জোটে স্বপ্নের সুখময় দাম্পত্যজীবন?

কারও জোটে কারও জোটে না—এটা যেমন সত্য, তার চেয়ে বড়ো সত্য—আমাদের স্বপ্নগুলো ভেঙেচুরে তছনছ করতে আমরাই পটু। অকারণ ভুলবোঝাবুঝি, দাম্পত্য-

সফরের গলিঘুপচি সম্পর্কে অজ্ঞতা, কুরআন-সুন্নাহমুক্ত জীবনাচার, সুখের রহস্য খুঁজে না পাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোই আমাদের বসন্তময় দাম্পত্যসম্পর্কগুলোকে চৈতী খরায় পরিণত করে।

শাইখ আবু তালহা ইউনুস আব্দুস সাত্তার কলমের পরশে তুলে ধরেছেন দাম্পত্যসুখের অভিনব সব রসায়ন। দাম্পত্যসম্পর্কের পোস্টমোর্টেম করে বের করে এনেছেন স্বপ্নভঙ্গের কারণগুলো। আবেগের কৃতিমতা থেকে বের হয়ে দক্ষ চিকিৎসকের মতো চিহ্নিত করেছেন আমাদের সমস্যাগুলো। এরপর পোড়খাওয়াও হেকিমের মতো কোথাও প্যারাসিটামল, কোথাও দিয়েছেন এন্টিবায়োটিকের প্রেসক্রিপশন। সবচে বড়ো কথা হলো—বাজারের তুলতুলে মুখরোচক ও আবেগে চপচপ বুলির মহড়া থেকে বের হয়ে তিনি সমাধান হিসেবে বেছে নিয়েছেন কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের জীবনী। প্রতিটি সমাধানে এনেছেন কুরআন-সুন্নাহর দিক-নির্দেশনা। তুলে ধরেছেন সালাফের জীবনসুখ ও ভালোবাসার নমুনা। বইটি দাম্পত্যের সমস্যার সমাধানে এক অলঙ্ঘনীয় প্রেসক্রিপশন। আল্লাহ তাআলা যেন বইটিকে সবার জন্য উপকারী হিসেবে কবুল করে নেন।

তবে শেষের আগে আরেকটি কথা বলে নিতে হয়, লেখক সমাধান বা সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে কুরআন এবং হাদিসকে প্রতিপাদ্য বানিয়েছেন। হাদিস আনতে কোথাও কোথাও তিনি কিছু মওজু ও জয়িফ হাদিস নিয়ে এসেছেন। আমরা যথাসাধ্য সেগুলোকে চিহ্নিত করে টীকায় সংযুক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর যেহেতু বইটি আপনাদের হাতে অনূদিত হয়ে যাচ্ছে। অনুবাদকেন্দ্রিক কোনো ভুলত্রুটি আপনাদের চোখে পড়ে অবশ্যই আমাকে অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেব। আল্লাহ তাআলা বইসংশ্লিষ্ট সবাইকে ক্ষমা করে দেন। বইটিকে সবার নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। আমিন।

—জমির মাসরূর।

নিউমার্কেট। যশোর।

শুরুর আগে..

নারী হলো 'মাতা'' এবং 'আয়াহ্'

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য, কুরআন কারিমে যিনি নারীদের বিষয়ে ঘোষণা করেছেন—

> নারী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার ভান্ডার, সুশিক্ষিত ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামার—(এগুলো) মানুষের কাছে সুন্দর, আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করা হয়েছে। এ-সবই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ্য-বস্তু মাত্র। আল্লাহর কাছেই রয়েছে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল।[১]

যিনি বলেছেন—

> এবং তাঁর নিদর্শনাবলির এটিও এক নিদর্শন : তোমাদের জন্য তিনি (আল্লাহ) তোমাদের থেকেই (তোমাদের) সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের (সঙ্গিনীদের) নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে (পারস্পরিক) ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন; নিশ্চয় চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন আছে।[২]

---

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪-১৫

[২] সূরা রুম, আয়াত : ২১

অর্থাৎ যিনি স্ত্রীকে পুরুষের প্রশান্তিস্বরূপ বানিয়েছেন; তার অন্তর সেখানে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করে এবং উভয়ের মাঝে নির্মল ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্প্রীতি ও আন্তরিকতা দান করেছেন।

ফ্যাকাসে ভালোবাসা

উলামায়ে কিরাম বলেছেন—

> ভালোবাসা বলতে কেবল ইন্দ্রিয়স্বাদ, মনস্কামনা ও যৌন-আকাঙ্ক্ষা পূরণ নয়; কারণ, এই ধরনের ভালোবাসা স্রেফ সামান্য ধোঁয়ার মতো; খুব দ্রুতই যা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর এই ধরনের ভালোবাসার ফলাফলটা হয় খুবই করুণ ও নিকৃষ্ট।

সত্যিকার ভালোবাসা যেভাবে হয়

কাইফা তাবনি হায়াতাকাজ জাওজিয়্যাহ গ্রন্থে একটি মূল্যবান কথা আছে। গুরুত্বের কারণে সেটি তুলে ধরছি, লেখক বলেছেন—

> বিবাহিত জীবনে দিনকে দিন স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। পারস্পারিক অন্তরঙ্গতা ও মিলন এই ভালোবাসাকে আরও সুদৃঢ় করে। আলিঙ্গান-অন্তরঙ্গতা যত বাড়তে থাকে, কাল্পনিক ভালোবাসার শূন্যস্থানগুলো সত্যিকার ভালোবাসায় ততই পূর্ণ হতে থাকে।
>
> এর মানে এই না, যে, দুজন 'প্রিয় ব্যক্তি' ছাড়া দাম্পত্য-সম্পর্ক তৈরিই হতে পারে না; বরং সম্পর্ক তৈরি হয় মূলত পারস্পরিক ভালোবাসা আদান-প্রদানে; চমৎকার বোঝাপড়া তৈরি হয় মূলত উত্তম আচরণে এবং অহংবোধ পরিত্যাগেই বস্তুত বৈবাহিক সম্পর্কে সত্যিকার ভালোবাসা তৈরি হয়।

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

এক লোক এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার ঘরে এক কন্যা আছে। দুজন লোক তার ব্যাপারে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। একজন খুব ধনী, আরেকজন দরিদ্র। আমাদের তো মনে চায় ধনী ছেলেটির সাথে তাকে বিয়ে দিই; কিন্তু সে নিজে দরিদ্র ছেলেটিকে পছন্দ করছে।

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

لم نر للمتحابين مثل النكاح

দুজনের পারস্পরিক ভালোবাসা স্থাপনের জন্য বিবাহের বিকল্প নেই।[৩]

যিনি বলেছেন—

أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته

'আমিই আল্লাহ এবং আমিই রাহমান। আত্মীয়তার সম্পর্ক আমিই সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম হতে নির্গত করে এই নাম (রহমান হতে রেহেম) রেখেছি। যে ব্যক্তি এই সম্পর্ক বহাল রাখবে আমিও তার সাথে (রহমাতের) সম্পর্ক বহাল রাখব। আর এই সম্পর্ক যে ব্যক্তি ছিন্ন করবে আমিও তার হতে (রহমাতের) সম্পর্ক ছিন্ন করব।[৪]

সুতরাং আল্লাহ তাআলার দুয়ার ছেড়ে আমরা কোন দুয়ারে কড়া নাড়তে পারি? আল্লাহ তাআলার প্রেমসমুদ্র ছেড়ে কোন সমুদ্র থেকে প্রেম আহরণ করতে পারি? তার একান্ত দয়া অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলে কী উপায় থাকবে আমাদের?

এজন্য স্বামী বা স্ত্রী, আমাদের প্রত্যেকেই পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সম্প্রীতি যেন নষ্ট না হয়ে যায়, সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকব। খুব চিন্তা-ভাবনা করে পথ অতিক্রম করব, ইনশাআল্লাহ।

যিনি বলেছেন—

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

হে মানবজাতি, তোমাদের রবকে ভয় করো। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন

[৩] সূত্র : সুনানু ইবনি মাজাহ, সহিহ ইবনু হিব্বান, মুসতাদরাক আল-হাকিম।

[৪] সূত্র : সুনানু আবি দাউদ

তার জোড়া। তারপর তাদের দু'জন থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।[৫]

সেই আল্লাহকে ভয় করো—যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক আদায় করে থাকো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছেন।[৬]

যিনি বলেছেন—

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ۠

নারীদের জন্যও ঠিক তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন পুরুষদের অধিকার আছে তাদের ওপর। তবে তাদের ওপর পুরুষদের একটি মর্যাদা আছে। আর সবার ওপরে আছেন আল্লাহ সর্বাধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী।[7]

যিনি বলেছেন—

فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَیْـًٔا وَّ یَجْعَلَ اللّٰهُ فِیْهِ خَیْرًا كَثِیْرًا

যদি তারা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়, তাহলে হতে পারে, একটা জিনিস হয়তো তোমরা পছন্দ করো না, কিন্তু আল্লাহ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[8]

যিনি বলেছেন—

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَّ لَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَ مَنْ یَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَ لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰیٰتِ اللّٰهِ

---

[৫] সূরা নিসা, আয়াত : ১

[৬] সূরা নিসা, আয়াত : ১-২

[৭] সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৮

[৮] সূরা নিসা, আয়াত : ১৯

هُزُوًا ۚ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۚ

আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তাদের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন হয় সোজাসুজি তাদের রেখে দাও, আর নয়তো ভালোভাবে বিদায় করে দাও। নিছক কষ্ট দেওয়ার জন্য তাদেরকে আটকে রেখো না। কারণ, এটা হবে বাড়াবাড়ি। আর যে ব্যক্তি এমনটি করবে, সে মূলত নিজের ওপর জুলুম করবে। আল্লাহর আয়াতকে খেল-তামাশায় পরিণত করো না। ভুলে যেয়ো না, আল্লাহ তোমাদের কত বড়ো নিয়ামত দান করেছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দান করছেন, যে কিতাব ও হিকমাত তিনি তোমাদের ওপর অবতীর্ণ করেছেন, তাকে মর্যাদা দান করো। আল্লাহকে ভয় করো এবং ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ সব কথা জানেন।[৯]

যিনি বলেছেন—

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

আর যেসব স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদেরকে বুঝাও, শয়নগৃহে তাদের থেকে আলাদা থাকো এবং তাদেরকে মারধোর করো। তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তাহলে অযথা তাদের ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য বাহানা তালাশ করো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ ওপরে আছেন, তিনি বড়ো ও শ্রেষ্ঠ।

আর যদি কোথাও তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিগড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে পুরুষের আত্মীয়দের থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর আত্মীয়দের একজন সালিশ নির্ধারণ করে দাও। তারা দু'জন সংশোধন করে

[৯] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৩১

নিতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসা ও মিলমিশের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ।[১০]

যিনি বলেছেন—

وَ اِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَ اُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَ اِنْ تُحْسِنُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

وَ لَنْ تَسْتَطِيْعُوْۤا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَ اِنْ تُصْلِحُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

وَ اِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا

যখনই কোনো স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর কাছ থেকে অসদাচরণ অথবা উপেক্ষা প্রদর্শনের আশঙ্কা করে, তারা দু'জনে (কিছু অধিকারের কমবেশির ভিত্তিতে) যদি পরস্পর সন্ধি করে নেয়, তাহলে এতে কোনো দোষ নেই। যে কোনো অবস্থায়ই সন্ধি উত্তম। মন দ্রুত সংকীর্ণতার দিকে ঝুঁকে পড়ে; কিন্তু যদি তোমরা পরোপকার করো ও আল্লাহভীতি সহকারে কাজ করো, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের এই কর্মনীতি সম্পর্কে অনবহিত থাকবেন না।

স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি ইনসাফ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা চাইলেও এ ক্ষমতা তোমাদের নেই। কাজেই (আল্লাহর বিধানের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এটিই যথেষ্ট যে,) এক স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অন্য স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়বে না। যদি তোমরা নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন কর, এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১১]

---

[১০] সূরা নিসা, আয়াত : ৩৪-৩৫

[১১] সূরা নিসা, আয়াত : ১২৮-১২৯

কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর থেকে আলাদা হয়েই যায়, তাহলে আল্লাহ তার বিপুল ক্ষমতার সাহায্যে প্রত্যেককে অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি মহাজ্ঞানী।

যিনি বলেছেন—

وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۚ

আর যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা একটি বড়ো অপবাদ ও সুস্পষ্ট গোনাহর বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছে।[১২]

যিনি বলেছেন—

قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ

বলো, প্রকৃত দেউলিয়া তারাই, যারা কিয়ামতের দিন নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ভালো করে শুনে নাও, এটিই হচ্ছে স্পষ্ট দেউলিয়াপনা।[১৩]

যিনি বলেছেন—

اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَ اِنْ تَعْفُوْا وَ تَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। আর যদি তোমরা ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণ কর এবং ক্ষমা করে দাও, তাহলে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।[১৪]

এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

---

[১২] সূরা আহজাব, আয়াত : ৫৮

[১৩] সূরা জুমার, আয়াত : ১৫

[১৪] সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১৪

সুতরাং পুরুষের জন্য যেমন স্ত্রী-সন্তান শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি নারীর জন্য তার স্বামী-সন্তান শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এই আয়াতে أزواج শব্দটি ব্যপক অর্থ ধারণ করে; যাতে নারী-পুরুষ উভয়ে অন্তর্ভুক্ত।

যিনি নিষ্ঠাবান বান্দার গুণ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন—

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا
اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۙ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ حَسُنَتْ
مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا

তারা প্রার্থনা করে থাকে, 'হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে নয়ন শীতলকারী বানান এবং আমাদের মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দেন। (এরাই নিজেদের সবরের ফল উন্নত মনজিলের আকারে পাবে। অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। কী চমৎকার সেই আশ্রয় এবং সেই আবাস![১৫]

যিনি মুমিন বান্দাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের সুষুপ্ত দুয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন—

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَاۗىِٕهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ

হে আমাদের রব, ওপরন্তু তাদেরকে আপনার প্রতিশ্রুত চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন। আর তাদের বাপ, মা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল (তাদেরকেও সেখানে তাদের সাথে পৌঁছিয়ে দেন)। নিঃসন্দেহে আপনি সর্বশক্তিমান ও মহাকৌশলী।[১৬]

হায় আফসোস...যার জন্য, যার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির জন্য সাত আসমানের ওপর থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়, ইসতিগফার করা হয়, সে নিজেই দুনিয়ার বুকে উদাসীনতার মাঝে ডুবে আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[১৫] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৭৪-৭৬

[১৬] সূরা গাফির, আয়াত : ৮

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ

লোকেরা দুনিয়ায় কেবল বাহ্যিক দিকটাই জানে এবং আখেরাত থেকে তারা নিজেরাই গাফেল।[১৭]

নবীজির প্রতি সালাম

কোটি কোটি দুরুদ ও সালাম সেই মহান নবীর প্রতি, নারীদের বিষয়ে যিনি বলেছেন—

الدنيا كلها متاع. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

সমগ্র পৃথিবী মানুষের ভোগ্য-বস্তু, আর পৃথিবীস্থ ভোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো পুণ্যবতী স্ত্রী।[১৮]

একই সাথে যিনি একথাও স্পষ্ট করে বলেছেন—

ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.

পুরুষের জন্য স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোনো ফিতনা আমি রেখে যাচ্ছি না।[১৯]

আবার নারী-শিশুরা যখন উৎসব হতে ফিরে আসছিল, তখন তিনি আনন্দোদ্বেলিত হয়ে এগিয়ে গিয়ে বলেন—

انتم احب الناس إلي

তোমরা আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছিলেন—

اللهم انتم احب الناس إلي (وأعاد ذلك ثلث مرات)

---

[১৭] সূরা রূম, আয়াত : ৭

[১৮] সহিহ মুসলিম : ৩০৮৩

[১৯] সূত্র : মুত্তাফাকুন আলাইহি

‘তোমরা আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।’ (এটা তিনি তিনবার বলেন)।[২০]

আল্লাহুম্মা শব্দটি অগ্রবর্তী করা হয়েছে বরকত অর্জন ও আল্লাহ তাআলার সত্যতার সাক্ষ্য প্রকাশের জন্য।

সুবহানাল্লাহ! কী সম্মান মর্যাদা নারীদের! তারা আমাদের মাতা স্ত্রী-কন্যা বোন! নারী-শিশুরা এসে উপস্থিত হওয়ার পর নবীজি তাদের আগমনে খুশি হন। এবং তাদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান। (এটা হাফিজ ইবনু হাজার এবং কাজী ইয়াজ রহিমাহুমাল্লাহর বক্তব্য)

সুতরাং হে নারীগণ, আপনারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রিয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন—

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

‘মুমিনদের নিজেদের চেয়ে তাদের ব্যাপারে নবীজির অধিকার বেশি।

অথচ সেই নবী—আপনাদের মর্যাদা প্রকাশে তার কত গুরুত্ববোধ। সুতরাং আপনার উচিত মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত বিধানের প্রতি আস্থা রাখা।

সবচেয়ে নিকৃষ্ট অকৃতজ্ঞতা হলো ওই সত্তাকে ভুলে যাওয়া জিনিস তাঁর রাসুলের অন্তরে উম্মতের প্রতিটি পুরুষ এবং নারীর ভালোবাসা ঢুকিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে বিশ্বজগতের জন্য শান্তির দূত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আরও বড়ো অকৃতজ্ঞতা হলো যিনি নারীদের ব্যাপারে বলে গিয়েছেন—

তোমরা আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।

ইবনুল কাইয়ুম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—নিঃসন্দেহে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নারীদের প্রিয়ভাজন করে দেওয়া হয়েছিল।

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে—

حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة

[২০] সহিহ বুখারি : ৫১৮০

'পার্থিব বস্তুর মধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধী আমার নিকট পছন্দনীয় করা হয়েছে।'[২১]

ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ *কিতাবুজ জুহদে* এই বর্ণনাটি কিছু অংশ বৃদ্ধি করে বলেন—

> খাবার পানীয় থেকে ধৈর্যধারণ করলেও তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধরা বেশ কষ্টকর।[২২]

দুরুদ ও সালাম সেই সত্তার প্রতি, যিনি এক নারী সাহাবিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—

তোমার কোনো অভিযোগ আছে?

সে বলল—জি, ইয়া রাসুলাল্লাহ।

নবীজি বললেন—তার সাথে তোমার আচরণ কেমন?

সে বলল—তার খেদমতে আমি কোনো ত্রুটি করি না।

নবীজি বললেন, ভেবে দেখো! সে কিন্তু তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম।[২৩]

যিনি বলেছেন—

> أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا ' . قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس . قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح .
>
> তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলিম হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম।[২৪]

যিনি বলেছেন—

---

[২১] মুজামু তাবরানি ফিল আওসাত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬২; মুসতাদরাক আল-হাকিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬০; সূত্র : আদ-দাউ ওয়াদ-দাওয়া, ইবনুল কাইয়িম জাউজি, পৃষ্ঠা : ৩৯৪

[২২] প্রাগুক্ত

[২৩] সূত্র : জামি তিরমিজি

[২৪] জামি তিরমিজি; সুনানু আবি দাউদ; মিশকাতুল মাসবিহ : ৩২৬৪

استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء

তোমরা নারীদের উত্তমভাবে নাসিহাত করবে। কেননা, নারীজাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে ওপরের হাড়টি বেশি বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙে যাবে; আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদের নসিহাত করতে থাকো।[২৫]

যিনি বলেছেন—

لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ' . أو قال ' غيره .

আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

কোনো মুমিন পুরুষ কোনো মুমিন নারীর প্রতি বিদ্বেষ-ঘৃণা পোষণ করবে না; (কেননা,) তার কোনো চরিত্র-অভ্যাস অপছন্দ করলে তার অন্য কোনো (চরিত্র-অভ্যাস)টি সে পছন্দ করবে।[২৬]

যিনি বলেছেন—

يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وتطاوعا ولا تختلفا

(নারীদের সাথে)কোমল আচরণ করবে, কঠোরতা করবে না; তাদের সুখবর দেবে, ঘৃণা সৃষ্টি করবে না। পরস্পর একমত হবে, (কখনো) মতভেদ করবে না।[২৭]

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজি সা. বলেছেন—

لا يجلد أحدكم امرأته ' جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم .

---

[২৫] সূত্র : মুত্তাফাকুন আলাইহি

[২৬] সহিহ মুসলিম : ৩২৪০

[২৭] মুত্তাফাকুন আলাইহি

তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীদের গোলামের মতো মারধর করো না। কেননা, দিনের শেষে তার সঙ্গে-ই তো মিলিত হবে।[২৮]

যিনি বলেছেন—

لا تضربوا إماء الله

তোমরা আল্লাহর বান্দিদের (নারীদের) প্রহার করবে না।[২৯]

যিনি বলেছেন—

যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেছে, ঠিকঠাক রোজা রেখেছে, স্বামীর আনুগত্য প্রকাশ করেছে, সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে চাইবে, প্রবেশ করতে পারবে।[৩০]

যিনি বলেছেন—

' أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ' . قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب .

যে নারী তার স্বামীকে খুশি রেখে মারা যায়, সে জান্নাতে যাবে।[৩১]

যিনি বলেছেন—

لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا

পৃথিবীতে কোনো স্ত্রীলোক যখনই তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখনই (জন্নাতের) বিস্তৃত চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের মধ্যে তার (ভাবী)-স্ত্রী দুনিয়ায় থাকা স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'হে অভাগিনী, তাকে কষ্ট দিয়ো না। তোমাকে আল্লাহ তাআলা যেন ধ্বংস করে দেন! তোমার নিকট

---

[২৮] সহিহ বুখারি : ৫২০৪

[২৯] সূত্র : সুনানু আবি দাউদ; সুনানুন নাসায়ি; মুসতাদরাক আল-হাকিম

[৩০] সূত্র : মুসনাদু আহমাদ; সহিহ ইবনু হিব্বান

[৩১] জামি তিরমিজি : ৩২৫৬

তো তিনি কিছু সময়ের মেহমান মাত্র। শীঘ্রই তোমার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি আমাদের নিকট চলে আসবেন।'[৩২]

এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—

এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং রাসুল।

পূর্বাভাস

যারা দাম্পত্য-সফেনে পদার্পণ করেছেন, জেনে রাখবেন—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আনুগত্য ছাড়া দুনিয়া-আখিরাতে সফলতা ও মুক্তির দ্বিতীয় কোনো পথ-ই নেই। তার মহত্ত্ব স্বীকার করা ছাড়া সম্মান অর্জনের বিকল্প কোনো সুযোগ নেই। তার দয়ার অনুগ্রাহী হওয়া ছাড়া ধনাঢ্যের কোনো সুযোগ নেই। তার আলোয় আলোকিত হওয়া ব্যতীত সঠিক পথপ্রাপ্তির বিকল্প নেই। শুধু তাঁর সন্তুষ্টিতেই লুক্কায়িত জীবনের সজীবতা। তার নৈকট্যেই সুখ-সৌভাগ্যের বিশালতা। তার প্রতি একনিষ্ঠতা তৈরিতেই পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে অন্তর। তিনি তো সেই মহান সত্তা—যিনি অনুগত বান্দার গুণগ্রাহী। অপরাধী মানুষের পাপ মোচনকারী। প্রয়োজনপ্রার্থীর অভাব পূরণকারী, উপযুক্ত প্রতিদানদাতা।

জীবন বিনষ্ট করে কে?

খুব মনোযোগের সাথে আমরা এই কথাটি জেনে রাখব, যে,—আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসুলের দেওয়া বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা, অথবা জানাশোনা থাকা সত্ত্বেও মূলত সেইসব বিধানের ওপর আমল করা থেকে উদাসীন থাকা-ই হলো মানুষের দুনিয়ায় ব্যর্থতা ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ততার অন্যতম কারণ। এ-কারণেই জীবনজুড়ে তুফানের মতো একের পর এক আসতে থাকে বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত। দাম্পত্যজীবনে মুখোমুখি হতে হয় অসংখ্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতির। যা একটা পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করে দেয়, নষ্ট করে দেয় হাসিখুশি আনন্দ-উল্লাসে মেতে থাকা দুটো মানুষের জীবন।

---

[৩২] রেফারেন্স : মুসনাদু আহমাদ : ২২১০১; জামি তিরমিজি : ১১৭৪; সুনানু ইবনি মাজাহ : ২০১৪

কেউ নেই সুখে..; কিন্তু কেন

বর্তমান সময়ে দাম্পত্য-সমস্যাগুলো এত প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, আদালতের মামলা ঘাটলে দেখা যায় শতকরা অন্তত ৫০% মামলা শুধু দাম্পত্য-বিষয়ক। আর যেসব পরিবার এই ধরনের অস্বস্তিকর পরিবেশ এবং সমস্যা থেকে মুক্ত বলে মনে করা হয়, খোঁজ নিলে দেখা যায়—জীবন-যাপনের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কারণে হয়তো তারা একরকম উটকো ঝামেলা থেকে পার পেয়ে যাচ্ছে; কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখলেই উপলব্ধ হবে—সবকিছুর পরও সুখী-জীবনের বাস্তব যে স্বাদ, সেই স্বাদ চেখে দেখার সামান্য সুযোগও এদেরও মূলত হয়ে উঠছে না। কী ভয়ানক কথা!

আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ বলছে—অধিকাংশ মানুষের অন্তরে শান্তি নেই। মাকড়সার জালের মতো হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে সংকীর্ণতার অসংখ্য জাল। বিভ্রান্তির আঁধারে যেন তাদের বুক পরিণত হয়েছে হাজার বছরের বন্ধ দুয়ারে। যদিও ইচ্ছামতো তারা রঙবেরঙের পোশাক পরছে, খাওয়া-দাওয়া চলছে আয়েশ করে। বিরাট ঝকমকে আলিশান ফাইভ স্টার ফ্লাটে শুভ্র সাদা ফেননিভ বিছানায় শুয়ে বালিশে মাথা গুজছে; কিন্তু মাথায় চেপে আছে দুশ্চিন্তা, হতাশা আর পেরেশানির পাহাড়। কোটি টাকার বিলাসী প্রাসাদ হতে বের হয়ে পার্ক-গার্ডেনে ঘুরতে থাকে একটু প্রশান্তির আশায়। ক্লান্তি কাটাতে ছুটে চলছে গভীর রাতে বন্ধুদের আড্ডায়। কখনো সুখের খোঁজে উন্মত্ত হয়ে পড়ে থাকছে নাইটক্লাবের মদ-ক্যাসিনোর উন্মাদনায়; কিন্তু কোথাও সুখের দেখা নেই। নেই একটু প্রশান্তি।

কেননা, তারা ভুলে আছে সেই মহান বন্ধুকে। ভুলে গিয়েছে তার সাথে প্রেমের আলিঙ্গান। রাতভর তার সমীপে দাঁড়িয়ে প্রেম আলাপ কত মধুর। সেখবর কি তাদের আছে! প্রসিদ্ধ একটি প্রবচন আছে—

> *'রাত জাগা প্রেমিক রাতজেগে যে আনন্দ পায়, বাদ্যপ্রেমীদের বাদ্যের মাঝে অত মজা নেই।'*

কোনো এক আল্লাহর বান্দা বলেছিলেন—

> *নিশিপাখির সাদৃশ্যে রাত্রির এই জাগরণে*
> *যে মজা আমার, হে সাকি,*
> *এর খোঁজ যদি পেত তোমার হাজারও মাথার*

নোয়ানো মর্যাদাপ্রাপ্ত রাজা-বাদশা,
সুখের তখত ছেড়ে, সেই কবেই তো
অর্জনে মাঠে নামত তরবারি হাতে।

আসলেই তিনি সত্য বলেছেন। কোনো কিছুর প্রেমে যে কখনো পড়ে নি, সেই বিষয়ের প্রেমের কী মজা ও স্বাদ, সে-ব্যাপারে ওই ব্যক্তির কোনো ধারণাও কখনো তৈরি করা সম্ভব না। যেমন—যে-ব্যক্তি কারও প্রেমে কখনো মগ্ন হয় নি, বস্তুত সে তার প্রেমস্বাদ অনুভব করার সুযোগ কখনো পায় না। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি যে ভালোবাসা, যে নিষ্ঠা, যে অন্তরঙ্গতা, যে মধুরতা—তার কিছুই অনুভব করার সুযোগ সেইসব লোকেদের কখনো হয় না, যারা কখনো বিয়ে-ই করে নি।

ফলত, বিয়ে করার পরও, হালাল স্ত্রী ঘরে থাকার পরও যে লোকেরা উদাসীনের মতো বিভিন্ন ক্লাব-ক্যাসিনোতে গিয়ে রাতের পর রাত ফুর্তি করে বেড়ায়, মরীচিকায় সুখ খুঁজে হয়রান হয়, সেইসব লোকেদের জন্য আফসোস ছাড়া আর কী-ই বা থাকতে পারে! হালাল স্ত্রী ঘরে রেখে যারা ডুবে থাকে হারামের অতল গহবরে, উৎকৃষ্ট বাসন্তী ফুল ঘরে রেখে যারা মৌমাছির মতো উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় নষ্টভ্রষ্ট দুর্গন্ধ ফুলে, তাদের মতো হতভাগা আর কে আছে!

গলদ আসলে কোথায়

অনেক স্ত্রী আবার তার স্বামীর 'আচমকা পরিবর্তন' হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেন। অতীতের একসময়ের মধুর দিনগুলোর কথা স্মরণ করে, প্রথমকালের পারস্পরিক প্রেমের মধু-আলাপনের সেইসব পুরোনো স্মৃতি মনে করে অনেকে অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকেন। যে স্বামী কত আদর যত্ন করত ভালোবেসে আগলে রাখত—এখন ভালো-মন্দ কিছুই জিজ্ঞেস করে না। ঘরে স্ত্রী-সন্তান কেমন আছে, সে খোঁজ নেওয়ার সময়টুকু তার নেই। আসলে এসবের পেছনে মূল কারণ হলো আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পথ থেকে বিমুখতাপ্রদর্শন ও নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত বিধানের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীনতা। এটা তো আল্লাহ তাআলার ওই বাণীর বাস্তবায়ন, যেখানে তিনি বলেছেন—

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا

> আর যে ব্যক্তি আমার 'জিকির' থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে দুনিয়ায় সংকীর্ণ জীবন এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে উঠাব অন্ধ করে। সে বলবে, 'হে আমার রব, দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম; কিন্তু এখানে আমাকে অন্ধ করে উঠালেন কেন?'

অর্থাৎ যে আমার জিকির থেকে—এখানে জিকির অর্থ কুরআন তিলাওয়াত এবং তদনুযায়ী আমল করা। ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ এমনটাই বলেছেন।

একটু ভেবে দেখি তো, আমাদের অবস্থা কি এর চেয়ে বিপরীত? আমরা আল্লাহ তাআলার কালামে পাক শুনছি তো শুনছি; কিন্তু বোঝার কোনো চেষ্টা নেই। নেই আমলের প্রতি আগ্রহও। কেমন যেন আমল করার মতো কোনো কিছুই নেই ইসলামে।

ইবনু কাসিরের রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—আর যে ব্যক্তি আমার 'জিকির' থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে..

> এর অর্থ হলো, যে-ব্যক্তি আমার আদেশ অমান্য করবে এবং আমি রাসুলকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছি, তার অবাধ্যতা প্রকাশ করবে ও ভুলে যাবে এবং কুরআন কারিম ছেড়ে অন্য কিছু থেকে জীবনোপকরণ খোঁজার চেষ্টা করবে..।

চেপে আছে চারদিকে সংকীর্ণতা!

আজ আমাদের জীবনটা একটু ভাবুন তো! রাতদিন আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্যতার মধ্যেই কাটাচ্ছি না! হ্যাঁ তার প্রতিফল আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন—

فإن له معيشة ضنكا

অর্থাৎ দুনিয়ার ভেতর অশান্তি ও সঙ্কীর্ণতা।

যার ফলে আজ কারও অন্তরে প্রশান্তি নেই। হৃদয়ে উদারতা নেই; বরং ভ্রষ্টতার আঁধারে আড়ষ্ট হয়ে আছে। এক বিঘত সাইজের বুকটুকু যদিও চোখের সামনে দেখা যায় ভরে আছে কত সুখে;—ইচ্ছেমতো পোশাক, ইচ্ছেমতো খাওয়া-দাওয়া, আলিশান প্রাসাদে বসবাস, সবকিছুই হচ্ছে ঠিক—কিন্তু যে হৃদয় তার রবের হিদায়াত পায় নি, যে মন তাঁর প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন হতে পারে নি, সে হৃদয়

ও মন ডুবে থাকে রাজ্যের হতাশা ও দুশ্চিন্তার আঁধারে। সংশয়-সন্দেহ যেন তার কাটে-ই না। কুরআন কারিমে এটাকেই বলা হয়েছে জীবন-যাপনের সংকীর্ণতা।

আজকাল স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আচার এবং তাদের জীবন-যাপনের হালাত দেখলে আফসোস করে বলতে হয়—'হায়, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের মিশ্রণে সৃষ্ট ভালোবাসা-মুহাব্বত নামের যে জিনিসটি আছে, একছাদের নিচে বসবাস করা এই দুটো মানুষের হৃদয় থেকে যেন তা কোথায় উধাও হয়ে গেছে।'

আজকাল আর মা-মেয়ে, ভাইবোন, পিতা-পুত্রের মাঝেও ভালোবাসা নেই। চারদিকে শুধু মুসিবত আর বিপদ-আপদ। জীবনজুড়ে চলছে কালবৈশাখীর ঝড়। অধিকাংশ মুসলিমের জীবনটা হয়ে উঠেছে অসহনীয়। ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত জীবনের পরতে পরতে শুধু হতাশা-পেরেশানি। দুঃখভরা জীবনের অলিন্দরে জমেছে কান্নার আসর। এ সব কিছু-ই মানুষের হাতের কামাই। কেননা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কারও ওপর জুলুম করেন না; বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করে থাকে।

সংসার ভাঙার নেপথ্য

তাসের ঘরের মতো আজকাল ভেঙে পড়ছে সংসার। কে খুঁজে দেখবে, কী কারণ কাজ করছে এই সর্বনাশা ঝড়ের পেছনে। আমরা চেষ্টায় ছিলাম, এর শেষ দেখে ছাড়ব। আমাদের চেষ্টায় আমরা পেলাম, এ-সবের পিছনে নেপথ্য কারণ হলো—স্ত্রী তার স্বামীর হক আদায় করছে না। সে জানেই না, তার ওপর স্বামীর কী কী হক আছে।

অপরদিকে স্বামীও হাঁটছে একই পথে। যেন স্বামীও এক অকর্মণ্য, হৃদয়টা যার পাথর-পাষাণ—নিজের জীবন ধ্বংসের পাশাপাশি সঙ্গিনীর ওপরেও চাপাচ্ছে সে নির্মমতার পাথর। মাসনা-সুলাসা-রুবাআর সখ তার, অথচ জানেই না—কীসে কী হক তার আদায় করতে হবে। হয়তো সে দেখছেই না, স্ত্রী-ছেলেপুলেরা সালাত আদায় করছে কি না, স্ত্রী পর্দাপুশিদা ঠিকঠাক করছে কি না, সালাত ছেড়ে দিচ্ছে কি না, প্রবৃত্তির ধোঁকায় মজে রয়েছে কি না, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করছে কি না। পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, তাদের সামনে মুখ উঁচু করে কথা বলা, তর্ক করা, ঝগড়া করা, এগুলো তো এই যুগের স্ত্রীদের নিত্যকর্মে পরিণত হয়েছে।

বাবা-মা পিতৃত্ব ও সন্তানের হক সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। সন্তান লালন-পালনের বিষয় যেন তার কোনো আগ্রহই নেই। এসবের কারণে সবার জীবন হয়ে

উঠেছে দুর্বিসহ যন্ত্রণাদায়ক। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুটোই হয়ে উঠেছে মহা সংকটময়। না আছে আত্মসম্মানবোধ আর না আছে আনন্দ-উল্লাস। অসহায় হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে—'কেন এত মুসিবত? কী অপরাধ আমাদের? এসব আমাদের ওপরেই বা কেন এলো?'

এর উত্তরে মুফাসসিরগণ উক্ত আয়াত উল্লেখ করেন—

قل هو من عند أنفسكم

> হে নবী, আপনি বলে দেন সবকিছুই তোমাদের নিজেদের থেকেই হয়েছে।

অর্থাৎ তোমাদের অপরাধ এবং তোমাদের আচার-আচরণের কারণেই এসব পরিণতি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন—

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

> তোমাদের ওপর যে মসিবতই এসেছে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে এসেছে। বহু সংখ্যক অপরাধকে তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।[৩৩]

আফসোসের কথা..

আফসোস—কী বলব, কাকে বলব, আমাদের গানগুলো নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। হৃদয়গুলো বড্ড হতাশাগ্রস্ত। ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীদের বিভীষিকাময় ঘটনা শুনতে শুনতে মস্তিষ্ক বড্ড ক্লান্ত। ঘরে ঘরে স্ত্রীরা স্বামীদের ওপরে গলাবাজি করে চলেছে। কি মুসলিমের ঘর আর কি কাফিরের ঘর।

কাকে মনের কথাগুলো খুলে বলব, যে, একটু আল্লাহর কালাম শুনবে, রাসুলেরর কথা শুনবে। একটু বিবেক খাটিয়ে তা মেনে নেবে। সে অনুপাতে জীবন কাটাবে। না, এমন মানুষ পাওয়া আজ বড়ো দায়। দু-পাঁচজন লোক হয়তো সর্বোচ্চ খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وقليل من عبادي الشكور

---

[33] সূরা শূরা, আয়াত : ৩০

> আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছে—যারা কৃতজ্ঞতা আদায় করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন আমিন।

আজ তো অবাধ্যতা আর প্রবৃত্তিপূজার কাল এসে গিয়েছে। কবি বলেন—

> *তুমি যদি আমাকে প্রবৃত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তাহলে বলব—*
> *আমি নিজেই তো এক প্রবৃত্তিপূজারী; প্রবৃত্তির-ই এক যোগ্য সন্তান, প্রবৃত্তির ভাই, অথবা যোগ্যতম বাবা।*

আজকাল যুবক বা বৃদ্ধ, প্রত্যেকেই একটি ম্যাগাজিন বা দৈনিক পত্রিকা পড়ে যতটুকু মজা পায়, ফেসবুক, টুইটার, টিভি-ইন্টারনেট ব্রাউজে তারা যতটুকু আনন্দ পায়, আমি নিশ্চিত, কুরআন তিলাওয়াতে তারা ততটা মজা পায় না। পত্রিকা-ম্যাগাজিনে ডুব দিয়ে তাদের রাত-দিন কেটে যায়; কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল্লাহ তাআলার কালাম, যেটা পড়ে খোদাভীরুদের লোম দাঁড়িয়ে যায়, হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়—এই মহাগ্রন্থ পড়ার সুযোগ তাদের হয়ে ওঠে না। এভাবেই চলে যায় যুগ যুগ। এটা তো আল্লাহ তাআলার ওই কথার সত্যায়ন তিনি বলেছেন—

كلا بل ران على قلوبهم ما كانو يكسبون

তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের হৃদয়ে মরিচা পড়ে গিয়েছে।[৩৪]

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

> যদি আমাদের হৃদয় পবিত্র হতো তাহলে রবের কালামের প্রতি কখনোই তা অনাগ্রহ সৃষ্টি হতো না।

একজন প্রেমিক তার ভালোবাসার মানুষের সাথে আলাপ করা থেকে কীভাবে অনাগ্রহী হয়ে থাকতে পারে! অথচ এই কথা বলাই তার চূড়ান্ত কামনা!

বইটি সংকলনের কারণ..

চোখের সামনে ঘটতে থাকা এই সমাজের নিত্যদিনের ঘটনাবলির কথা আমি কীভাবে ভুলে থাকি! প্রতিনিয়তই দেখছি, আমারই চোখের সামনে ঘটে চলেছে দাম্পত্যজীবনের কতসব ঘটনা;—স্বামীর ব্যাপারে স্ত্রীর অভিযোগের ঝাঁপি, বিয়ের

---

[34] সূরা মুতাফফিফিন, আয়াত : ১৪

কদিন যেতে-না-যেতেই দুই পরিবারে লেগে যাওয়া লড়াই, ঘরে ঘরে ডিভোর্সের হিড়িক, সুযোগ পেলেই প্রথমাকে ডিভোর্স দিয়ে একের পর এক বিয়ের আসর জমতে দেখা—এগুলো আমাকে কিছুতেই স্বস্তি দিচ্ছিল না।

আমি দেখছিলাম, আজকাল স্বামী-স্ত্রী ভুলতে বসেছে একে অপরের হক। একজন অপরজনের অধিকার নষ্ট করায় যেন প্রতিযোগিতা করছে। স্বামীর কঠিন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে অসহায় স্ত্রী, প্রতিনিয়ত কলহ-বিবাদ আর পারস্পরিক অভিঘাতে নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে পরিবারের অন্যরাও..।

একথা অস্বীকার করতে চাই না আমি—অনেক পুরুষ তো এমনও আছে, বিয়ে বলতে তারা বোঝে কেবল চতুষ্পদ প্রাণীর মতো যৌনকামনা চরিতার্থ করা। আল্লাহর শপথ! আমি নিজ চোখে দেখেছি এসব জাহান্নামের দৃশ্য। স্ত্রীর হক আদায় করার কোনো আগ্রহই যেন তার নেই। তার কী দরকার, কী প্রয়োজন—সেটুকু শোনার সময় যেন তার নেই। দুনিয়ার সবচেয়ে অবহেলার বস্তু যেন ঘরের ওই অসহায় নারীটি। সামান্য বিষয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি লাগিয়ে দেয়। ভয় আর অসহায়ত্বে মেয়েটির বুক কাঁপতে থাকে দুরুদুরু। তার সুখদুখে একটু পাশে থাকবে—তা তো না-ই, এমনকি সামান্য উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজনটুকুও তার কাছে ধরা পড়ে না। এভাবেই সে অসহায় মেয়েটির ওপরে চাপিয়ে দেয় একের পর এক দুঃখ, বিপদ-আপদ, মুসিবত। নির্মমভাবে ক্ষতবিক্ষত করে নির্মল কোমল প্রেমময় এই গোলাপটি। হতাশা আর নির্মমতা গলা চেপে গিলে নিতে হয় তার। যেন বিশাল দুনিয়ায় বিপদ-আপদ ও নির্মমতার পাথরের নিচেই কাটছে তার জীবন।

যে বইটি আপনি পড়ছেন এখন, মূলত এই ধরনের বিবাদে জড়িয়ে থাকা নারী-পুরুষ এবং সুখের আশায় ঘর বেধে মাইনকা চিপায় আটকাপড়া নবদম্পতির জন্যই এই বইটি আমি রচনা করেছি। বইটি ঠিকঠাকভাবে পাঠ করলে, পদ্ধতি ও প্রত্যাশাগুলো পূরণ করলে, আমি আশা করি—আমাদের প্রিয়নবী সাইয়িদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে এইসব ভাইবোনেরা একটি সুন্দর ও মার্জিত জীবন লাভ করতে সক্ষম হবে।

ভাইদের প্রতি..

আমার পাঠক ও প্রিয় ভাইদের কাছে আমি অনুরোধের সুরে বলতে চাই,—প্রিয় ভাই, মনে রাখবেন—আপনার স্ত্রী সারাটাক্ষণ মূলত আপনার ঘরে ফেরার দিকেই চেয়ে আছে; আপনার ভালোবাসা এবং আপনার আন্তরিকতা লাভের জন্যই সে

প্রতীক্ষিত; খুব বেশি করে তার প্রয়োজন আপনার ভালোবাসা, দয়া ও কোমলতা। একটু মুচকি হাসির পিপাসায় তার হৃদয়টা বড্ড কাতর। আপনি তার শত ভয়ের সামনে দীর্ঘ প্রাচীর। আপনার ভালোবাসা তার কাছে বড্ড তৃপ্তির। আর আপনার স্ত্রীর এইসব চাওয়া-পাওয়া-পূরণে প্রয়োজন হলো সত্যিকার অর্থে প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ, ভালোবাসার প্রতিফলিত নজির ও আচরণগত সঠিক পদ্ধতি।

আপনার জীবনসঙ্গিনী যদি সতী-সাধ্বী হয়ে থাকে, তাহলে সে আপনার জীবনের সর্বোত্তম উপভোগ্য নিয়ামত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন—

«..إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

> সমগ্র পৃথিবী মানুষের ভোগ্য-বস্তু, আর পৃথিবীস্থ ভোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো পুণ্যবতী স্ত্রী।[৩৫]

এই স্ত্রী-ই হলো আপনার জীবনের সজ্জিত বাসন্তী ফুলের আবাস।

এই স্ত্রী-ই হলেন আপনার সেই প্রেম-ভালোবাসার আবেগীয় উচ্চারণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন—

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।[৩৬]

সে আপনার মধুফুল, আপনিও তার হৃদয়ের মুকুল। একথার প্রমাণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। যখন রিফাআ আল-কুরাজির স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাইল, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন—

---

[৩৫] সুনানুন নাসায়ি : ৩২৩২

[৩৬] সূরা রূম, আয়াত : ২১

لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته

তা হতে পারে না, যতক্ষণ না তুমি তাঁর মধুর স্বাদ গ্রহন কর, আর সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহন করে।[৩৭]

আবু উবাইদ বলেন—হাদিসে 'উসাইলা' বলতে সহবাসের স্বাদ বোঝানো হয়েছে। আরবরা প্রত্যেক মজাদার বস্তুকে মধু বলে থাকে।

সে আপনার বৈধ খেলনা। উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق ..

মুসলিম ব্যক্তির সকল ক্রীড়া-কৌতুকই বৃথা। তবে তীর নিক্ষেপ, ঘোড়ার প্রশিক্ষণ এবং নিজ স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া-কৌতুক বৃথা নয়। (কারণ) এগুলো হলো উপকারী ও বিধিসম্মত।[৩৮]

সেই আপনার হাসির প্রহর, ঠোঁটের কোণে সৃষ্ট জোসনার আলো, প্রিয় তাবাসসুম। একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রা.-কে প্রশ্ন করেন—

أبكرا أم ثيبا قلت لا بل ثيبا قال فهلا جارية تلاعبك قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك تسع بنات كن لي تسع أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن قال أصبت..

তোমার স্ত্রী কেমন, কুমারী না পূর্ব-বিবাহিতা? আমি বললাম, না, বরং পূর্ব-বিবাহিতা। তিনি বললেন, কোনো কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? সে তো তোমার সঙ্গে আমোদ-ফূর্তি করত। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার আব্বা উহুদ-যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেছেন। রেখে গেছেন নয়টি মেয়ে। এখন আমার নয় বোন। এ-কারণে আমি তাদের সঙ্গে তাদেরই মতো একজন আনাড়ি মেয়েকে এনে একত্র করা পছন্দ করি নি;

---

[৩৭] সহিহ বুখারি : ৫১৩৯

[৩৮] জামি তিরমিজি; সুনানু ইবনি মাজাহ; সুনানু আবি দাউদ; সুনানুদ দারিমি

বরং এমন একটি নারীকে (পছন্দ করলাম,) যে তাদের চুল আঁচড়ে দিতে পারবে, এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। তিনি বললেন, ঠিক করেছ।[৩৯]

সে আপনার নির্মল সবুজ ভূমি। যখনি সেদিকে দৃষ্টি ফেরান চক্ষু শীতল হয়ে যায়। যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা সেখানে ভ্রমণের অধিকার আপনাকে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ.. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ..

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কৃষিক্ষেত। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের কৃষিক্ষেতে যাও। তবে নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করো। এবং আল্লাহর অসন্তোষ থেকে দূরে থাকো। একদিন তোমাদের অবশ্যি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, একথা ভালোভাবেই জেনে রাখো। আর হে নবী, যারা তোমার বিধান মেনে নেয় তাদেরকে সাফল্য ও সৌভাগ্যের সুখবর শুনিয়ে দাও।[৪০]

সে আপনার মহামূল্যবান প্রেমের সৌধ অনুপম বন্ধু আপনি তার ভালোবাসার সূর্য, প্রেমময় বন্ধু। যেমনটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لم نر للمتحابين مثل النكاح

দুজনের পারস্পরিক ভালোবাসা স্থাপনের জন্য বিবাহের বিকল্প নেই।[৪১]

সে আপনার ঈমানের পূর্ণতা। কেননা, বিবাহ ঈমানের অর্ধেক। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي.

---

[৩৯] সহিহ বুখারি : ৫০৮৯

[৪০] সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৩

[৪১] সুনানু ইবনি মাজাহ; মুস্তাদরাক আল-হাকিম

কোন পুরুষ বিবাহ করে নিলে তার অর্ধেক ইমান পূর্ণ হয়ে যায় সুতরাং সে যেন বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চলে।[৪২]

সুতরাং 'বাকি অর্ধেক'-এর ব্যাপারে সে যেন আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। 'বাকি অংশ' বলতে দ্বীনের অন্যান্য বিষয় বোঝানো হয়েছে। আর বিবাহকে ঈমানের অর্ধেক সাব্যস্ত করা হয়েছে; এর প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

'মানুষের দ্বীনদারি নষ্টের পেছনে দুটি বিষয়ের প্রভাব রয়েছে—

- **০১.** মানুষের উদর;
- **০২.** লজ্জাস্থান।

বিবাহের মাধ্যমে উভয়ের একটি পূর্ণ হয়ে যায়। পাশাপাশি বিবাহের মাধ্যমে শয়তান থেকে কিছুটা হলেও আত্মরক্ষা পাওয়া যায় এবং উত্তেজনা প্রশমিত হয়। প্রবৃত্তির কামনা দমন করা যায় চক্ষু অবনত রাখা এবং লজ্জাস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ হয়ে যায়।'[৪৩]

সে আপনার হারাম থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ। তার কাছে গিয়েই আপনার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। সে আপনার তাকওয়ার সমুন্নত পোশাক। যা আপনাকে অন্যায় অনাচার থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

তারা তোমাদের পোশাকস্বরূপ আর তোমরা তাদের পোশাকস্বরূপ।[৪৪]

অন্য জায়গায় বলেছেন—

তাকওয়ার পোশাকে হলো সর্বোত্তম পোশাক।[৪৫]

সে আপনার সন্তানের মা, তাদের প্রতিপালন ও দুগ্ধদানকারী। আপনার খাবারের আঞ্জাম তার হাত দিয়েই হয়। সকালের ব্রেকফাস্টের দুটো রুটি তার হাতেরই

---

[৪২] বাইহাকি ফি শুআবিল ঈমান; আলবানি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'হাদিসটি হাসান'।

[৪৩] মিরকাত, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৯৪

[৪৪] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭

[৪৫] সূরা আরাফ, আয়াত : ২৬

কারিকুরি। আপনার গায়ে পরিচ্ছন্ন পোশাক ওঠে তার হাতের চামড়া ক্ষয়ে। এর কোনোটাই করতে সে বাধ্য নয়। সবকিছু কেবল ভালোবাসার প্রকাশ। সুতরাং এ-সকল কাজগুলোর জন্য হলেও তাকে একটু রয়ে-সয়ে নেন। যদি আপনি ধৈর্যশীল পৌরষের দাবি করে থাকেন—তাহলে তার দেওয়া কষ্টগুলো সহ্য করে নেন। দরকার হলে পরাজিত হয়েও একজন সম্মানিত পুরুষ হিসেবে বেঁচে থাকেন; কিন্তু বিজিত হয় নিন্দিত গর্হিত পুরুষ হয় বেঁচে থাকার কোনো মূল্য নেই। এটাই নবীজির শিক্ষা। একজন ত্রুটিহীন পূর্ণ মানুষে পরিণত হয়ে ওঠেন। কারণ, নারীদের স্বাভাবিক বুদ্ধি একটু কমই হয়ে থাকে। সুতরাং নিজেকে তাদের পাল্লায় মাপার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রচলিত একটি কাব্য রয়েছে যে—

> তুমি যদি মহত্ত্বের দাবিদার হও তাহলে পিঁপড়াকে শাস্তি দিয়ো না; কেননা,
> তার অন্তর তোমার পূর্ণতার কথা ভেবে তৃপ্তি লাভ করে।

এখানে স্বর্ণের রেণুতে লিপিবদ্ধ করার মতো একটি হাদিস মনে পড়ছে। *তাফসিরে রুহুল মাআনি*তে যা উল্লেখ করা হয়েছে। 'মানুষকে দুর্বল হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—

> 'অর্থাৎ, নারীদের বিষয়ে তারা ধৈর্যধারণ করতে পারে না'

তাউস রাহিমাহুল্লাহ এমনটাই বলেছেন। হাদিসে এসেছে—

> মেয়েদের ব্যাপারে কেউ কল্যাণকামী হয় না। কেউ তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে না। সম্মানিত ব্যক্তি তাদের কাছে পরাজিত হয় আর নিন্দিত ব্যক্তিরা তাদেরকে পরাজিত করে ছাড়ে। সুতরাং আমি পরাজিত হয়ে সম্মানিত থাকতে চাই; কিন্তু বিজিত হয়ে নিন্দিত হতে চাই না।

পারিবারিক ও দাম্পত্যকেন্দ্রিক এ-সকল ঝুট-ঝামেলা ও অস্বস্তিকর পরিবেশ সমাধানের জন্য যারা চেষ্টা করছেন, এবং যারা শীঘ্রই দাম্পত্যের এই রোমাঞ্চকর সমুদ্রে পদার্পণ করতে যাচ্ছেন—আমার এই বইটি আমি তাদের হাতে তুলে দিতে চাই। আমি চাই—এই বইটির আলোকসৌন্দর্যে সকল দম্পতি আলোকিত হয়ে উঠুক, তাদের মাধ্যমে একটি আদর্শ পরিবার গড়ে উঠুক। প্রিয় পাঠক, আমি চাই আপনাদের দাম্পত্যজীবনকে আগাগোড়া বদলে দিক, সুখসাগরে ভাসিয়ে দিক আপনার হাতের এই বইটি—*স্বপ্ন-সুখের দাম্পত্য*।

কী আছে বইয়ে..

বইটিতে আমি বেশ কিছু বিস্ময়কর গল্পের অবতারণা করেছি, যে গল্পগুলোতে আপনি খুঁজে পাবেন অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয়, অভিজ্ঞতা ও উপকারী উপদেশ। কিছু আদর্শ মানুষের পারিবারিক অবস্থা ও দাম্পত্য-রসায়নের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে সেইসব বিষয়ের প্রতি পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করাই মূলত এই দুর্লভ ঘটনাগুলো উল্লেখের কারণ। কেননা, কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

তাদেরকে বিভিন্ন ঘটনা শোনাও, তাহলে তারা বিবেচনা করতে পারবে।[৪৬]

কেননা, গল্পের মধ্যে বিভিন্ন সতর্কবাণী ও সংবাদ থাকে; থাকে বিভিন্ন উপদেশ ও বিশ্লেষণ। এছাড়া অনেক গল্পে বর্ণনা পাওয়া যায় বিধি-বিধান ও যোগ্যতার পরিচয়ের। গল্পের ভেতর দিয়েই অর্জিত হতে পারে হরেকরকম শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা। অর্জিত হতে পারে সভ্যতা ও শিষ্টাচারের পরিচয়। আর উপদেশমূলক প্রতিটি গল্পই মুমিনকে আমলের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। ফলত আমি আশাবাদী, বইটিতে বর্ণিত গল্পগুলো পড়ার সময় আপনার কাছে একটির অন্যটি বেশি উপভোগ্য মনে হবে, ইনশাআল্লাহ।

বইটি কার জন্য

যিনি চান—দাম্পত্যজীবন তার হয়ে উঠুক পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত; দুনিয়ার বুকে গড়ে উঠুক জান্নাতের একটি বাগান, এই বইটি তার জন্য..

যিনি চান—তার ঘরটি শুধু চার দেওয়ালের ঘর না হয়ে, সত্যিকার অর্থে হয়ে উঠুক শান্তির আবাস, এই বইটি তার জন্য..

যিনি চান—দাম্পত্য ও পারিবারিক অসংখ্য ঝুট ঝামেলা, অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সহজে সমাধান হয়ে হয়ে যাক; সুপথ পেয়ে যাক কুরআন-সুন্নাহর আলোক-স্পর্শে, এই বইটি মূলত তারই জন্য..

এজন্য, বইটি পাঠকারী ভাইদের উদ্দেশ্যে আমার অনুরোধ হলো, স্ত্রীদের সাথে আমরা আমাদের আচরণ আরও মার্জিত, এবং আরও সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করব। আমাদের ব্যবহারও আমরা সুন্দর থেকে আরও সুন্দরতম করে তোলায় সতর্ক-সচেতন হবো। স্ত্রীদের ব্যাপারে আমাদের কাঁধে অর্পিত সকল হক নিষ্ঠা ও

[৪৬] সূরা আরাফ, আয়াত : ১৭

আমানতের সাথে পৌঁছে দেব। যাতে করে কিয়ামতের দিন সেই আহবানকারীর আহ্বান আমরা শুনতে পারি, যিনি বলবেন—

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

> তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের খুশি করা হবে। তাদের সামনে স্বর্ণের প্লেট ও পেয়ালাসমূহ আনা নেওয়া করানো হবে এবং মনের মতো ও দৃষ্টি পরিতৃপ্তকারী প্রতিটি জিনিস সেখানে থাকবে। তাদের বলা হবে, 'এখন তোমরা এখানে চিরদিন থাকবে।'[৪৭]

বিন্যাস-বিষয়ক কথা..

আমাদের এই বইটি মূলত দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। আবার প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে তিনটি করে পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়—হৃদয় এবং ভালোবাসা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়—কোন ভালোবাসা উপকারী। তৃতীয় পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় কোন জিনিস স্বামী-স্ত্রীর মাঝে নির্মল ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে সহায়ক।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়—স্ত্রীদের ভালোবাসা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রেম-উদ্দীপক কিছু ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে স্ত্রীর অবাধ্যতার বিষয়ে। (যেটি ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ *কিতাবুল কাবায়ির*-এ উল্লেখ করেছেন।)

আশা করি, আগ্রহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পাঠ করলে বইটি পাঠকের হৃদয়ে তাকওয়ার প্রস্রবণ ঘটাতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম-ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতার আলোড়ন তুলতে সক্ষম হবে। পারিবারিক অশান্তি ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি কমাতে সহযোগিতা করবে।

এ-পর্যন্তই আমি ভূমিকার সমাপ্তি টানছি। আল্লাহ তাআলার কাছে শুধু এই কামনা—এই বইটিকে তিনি যেন নিষ্ঠার চাদরে মুড়িয়ে নেন। সবার জন্য, এবং বিশেষভাবে

---

[৪৭] সূরা জুখরুফ, আয়াত : ৭১

নববিবাহিত সেইসব জুটির জন্য উপকারী হিসেবে কবুল করেন, এক বিশাল স্বপ্নের প্রাসাদ চোখে যাদের দাম্পত্যপথের সূচনা হয়..। আমিন।

আল্লাহ তাআলার কাছে শুধু এই কামনা—তিনি যেন আমাদের ওই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা কুরআন কারিমের বাণী শোনে এবং উত্তমভাবে তা মেনে চলে। এবং ওই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত না করেন, যাদের ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে—

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا

(যারা এ কর্মনীতি অবলম্বন করেছে) তাদের অন্তরের ওপর আমি আবরণ টেনে দিয়েছি, যা তাদেরকে কুরআনের কথা বুঝতে দেয় না এবং তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। তুমি তাদেরকে সৎপথের দিকে যতই আহ্বান কর না কেন তারা এ অবস্থায় কখনো সৎপথে আসবে না।[৪৮]

আয় আল্লাহ, আপনি আমাদের সঙ্গী-সমেত জান্নাতুল ফেরদাউসের ছায়ায় আশ্রিত করবেন। যেভাবে আপনি আপনার সৎ বান্দাদের জান্নাতুল ফেরদাউসে আসীন করবেন এবং তাদের পবিত্র স্ত্রী দান করবেন। যেন আমরা সেখানে গিয়ে মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে হাউজে কাউসারের সুপেয় পানি পান করতে পারি। পান করতে পারি সদা সঞ্চারিত চিরস্বাদের দুধের নহর। চেখে দেখতে পারি আপনার দেওয়া সেই তৃপ্তিদায়ক বিশেষ মধুর প্রস্রবণ।

আয় আল্লাহ, আপনি আমাদের ওই সকল মানুষের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদের চারপাশ দিয়ে পানপাত্র ও ছোটো ছোটো পেয়ালা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে চির-কিশোর বালকেরা। এসব আপনার কাছে কঠিন কিছুই না। আমিন। ইয়া রব্বাল আলামিন।

আয় আল্লাহ, যেদিন কপালসমূহ ঘর্মাক্ত হয়ে যাবে, চারদিক থেকে ভেসে আসবে কান্নার গুমোট আওয়াজ; বন্ধুরা এসে শোকস্তাপ প্রকাশ করতে থাকবে; চিকিৎসকেরা নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবে, সেদিন আপনি আমাদের ওপরে দয়া বর্ষণ করবেন।

[৪৮] সূরা কাহাফ, আয়াত : ৫৭

আয় আল্লাহ, যেদিন মাটি আমাদের ডেকে নেবে। বন্ধু-স্বজন বিদায় জানাবে। সুখ-সৌভাগ্য যেদিন আমাদের ছেড়ে যাবে। শ্বাস-নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে—সেদিন আপনি আমাদের ওপরে দয়া বর্ষণ করবেন।

আয় আল্লাহ, যখন দুনিয়ার বুকে আমাদের আলোচনা মুছে যাবে, আমাদের দেহ পঁচে যাবে, কবরগুলো ভেঙে যাবে—সেদিন আপনি আমাদের ওপরে দয়া বর্ষণ করবেন।

আয় আল্লাহ, যেদিন সমস্ত রহস্য উন্মোচন করা হবে। সমস্ত গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়া হবে। সমস্ত আমলনামা সম্মুখে পেশ করা হবে। দাঁড়িপাল্লা উপস্থিত করা হবে—সেদিন আপনি আমাদের ওপরে করুণা বর্ষণ করবেন। হে চিরঞ্জীব, হে দয়ার সাগর! করুণার আধার! আপনিই আমাদের শেষ আশ্রয়, আপনি আমাদের দুআ কবুল করে নেন। আমিন।

* * * *

প্রথম অধ্যায়

আপনার জীবনগড়ায় সহায়ক এবং দাম্পত্যজীবনের নিউক্লিয়াস এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের যা কিছু বোঝার, যা কিছু সুখের, তার সবটাই ভিত্তি রাখে এই অধ্যায়ে আলোচিত তিনটি বিষয়ে ওপর। এই তিনটি বিষয়কে সহজে বোঝার জন্যে এর ওপর ৩টি পরিচ্ছেদ তৈরি করে আলোচনা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সেই তিনটি পরিচ্ছেদ হলো—

- **এক.** হৃদয় ও ভালোবাসা;
- **দুই.** উপকারী ভালোবাসা;
- **তিন.** দাম্পত্যজীবনে ভালোবাসা-বৃদ্ধির উপায়।

এই অধ্যায়টি আপনি যতটা গুরুত্ব দিয়ে পড়বেন, যতটুকু অনুসরণ করবেন, আপনার জীবন ততটুকুই আপনার পক্ষে থাকবে। কথায় আছে না, ‘যত গুড়, তত মিষ্টি..’; তাই পূর্ণ মনোযোগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন পরের পৃষ্ঠায়!

প্রথম পরিচ্ছেদ

হৃদয় ও ভালোবাসা

হৃদয়ের পরিচয়

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ *তাফসিরে কুরতুবি*তে অন্তর সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকার একটি কথা বলেছেন। কথাটি স্বর্ণের রুমালে মুড়িয়ে রাখার মতো। তার কথাটি আমি হুবহু আপনাদের সম্মুখে উল্লেখ করছি। যাতে করে সেখান থেকে আপনি আপনার হৃদয় সংশোধন ও কলঙ্কমুক্ত করে নেওয়ার জন্য উপাদান বের করে নিতে পারেন। মানুষের দেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে যেটি সংশোধন হলে পুরো দেহ সংশোধন হয়ে যায় আর সেই অংশটি যখন নষ্ট হয়ে যায় পুরো দেহ নষ্ট হয়ে যায় সেটি হলো হৃদয়।

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

> হৃদয় ছোলার দানার মতো ছোট্ট একটি পিণ্ড। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের মাঝে সেটি সৃষ্টি করেছেন। এবং সেটিকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর তিনি ঐশী নির্দেশনার মাধ্যমে মানুষের অর্জিত জ্ঞান সেখানে এনে উপস্থিত করে দেন। এবং ঐশী ক্ষমতার মাধ্যমে অন্তরে সেটাকে স্থির করে দেন। যার ফলে সেই জ্ঞান এমনভাবে আহরিত হয় যা কখনোই বিস্মৃত হয়ে যায় না।

আর এই পিণ্ডটি দুটি দমকার মাঝে অবস্থান করে। একটি হলো শয়তানের দমকা অপরটি ফেরেশতাদের দমকা।[৪৯]

অন্তর হলো বিভিন্ন প্রবঞ্চনা ঈমান ও কুফর সবকিছুরই উৎস। রাগ, বিরক্তি, তাওবা প্রশান্তি অন্তর থেকে উৎসারিত হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন—

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ

আল্লাহ কোনো ব্যক্তির দেহাভ্যন্তরে দুটি হৃদয় রাখেন নি।

অর্থাৎ একটি হৃদয়ে ঈমান ও কুফর, হিদায়াত ও ভ্রষ্টতা, তাওবা ও অবাধ্যতা একত্র হতে পারে না। এই আয়াতটি ওই সমস্ত বিশ্বাসের অপনোদন করে যারা বাস্তবেই বা রূপকার্থে ধারণা করত যে, একটি মানুষের ভেতরে দুটি হৃদয় থাকতে পারে। তিনি তার তাফসিরের অন্য আরেকটি জায়গায় বলেন—

লোকমান হাকিমের একজন গোলাম ছিল। কাঠমিস্ত্রির কাজ করে খেত লোকটি। একবার তিনি তাকে বললেন—'তুমি একটি ছাগল জবাই করে তার সর্বোত্তম দুটি অংশ আমার কাছে নিয়ে এসো।' মনিবের কথামতো গোলাম ছাগলের জিব্বা এবং কলিজা নিয়ে উপস্থিত হলো। এরপর তাকে আরেকটি ছাগল জবাই করার আদেশ দিলেন এবং বললেন এবার ছাগলের সর্বনিকৃষ্ট ফেলে দাও। আদেশমতো গোলাম জিব্বা এবং কলিজা ফেলে দিল। তিনি তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'আমি তোমাকে যখন ছাগলের সর্বোত্তম অংশ নিয়ে আসার আদেশ দিলাম, তখন তুমি জিহ্বা ও কলিজা নিয়ে এলে; আবার যখন সর্বনিকৃষ্ট ফেলে দিতে বললাম তখনোও তুমি সেই জিব্বা এবং কলিজা নিয়ে উপস্থিত হলে;—কারণটা কী, বলো তো!'

তখন গোলাম জবাব দিল—'অন্তর এবং জিহ্বা যখন পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার চেয়ে উত্তম কোনো কিছুই থাকে না। আর এ-দুটো যখন নষ্ট হয়ে যায়, পঙ্কিল হয়ে যায়, তখন তার চেয়ে নিকৃষ্ট ও পঙ্কিল আর কিছুই থাকে না।'

[৪৯] সূত্র : জামি তিরমিজি

সুতরাং প্রিয় পাঠক, আপনি আপনার অন্তর পরিশুদ্ধ করতে পারেন, আবার সেটাকে পঙ্কিলও করে রাখতে পারেন।

মুহাব্বাত মে শিরকাত ন্যেহি

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ তাফসিরে উল্লেখ করেছেন, কিছু অন্তর্দৃষ্টিধারী বুজুর্গ বর্ণনা করেছেন—

একবার ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ভালোবাসার দাবি করলেন। এর কিছুক্ষণ পর তিনি নিজ সন্তানের দিকে প্রেমভরা চোখে একটু দৃষ্টি দিলেন। প্রিয় প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটা পছন্দ করলেন না। মুহাব্বাতে আবার অংশদারত্ব থাকে কীভাবে। তখন ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে বলা হলো—'তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার সন্তানকে জবাই করো।'

রবের আদেশ পাওয়ার সাথেই তিনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং সন্তানকে চিৎ করে শুইয়ে গলায় ছুরি ধরলেন। অতঃপর বললেন—হে আল্লাহ, আপনি আমার পক্ষ থেকে এই কাজ আপনার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করে নেন। এটাকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ব্যক্ত করেছেন এই আয়াতের মধ্যে—

فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ

শেষ পর্যন্ত যখন এরা দু'জন আনুগত্যের শির নত করে দিল এবং ইবরাহীম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল।[৫০]

তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওহি প্রেরণ করে বললেন—ইবরাহিম, আমার এই জবেহের আদেশ দ্বারা বাস্তবেই তোমার সন্তান জবেহ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো—তুমি তোমার অন্তরকে একনিষ্ঠভাবে আমার দিকে নিবদ্ধ করো। আজ তুমি হৃদয়ের প্রতিটি কণা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়েছ; তার বিনিময়ে আমি তোমার সন্তানকে তোমার তোমার কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ তাফসিরে আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস উল্লেখ করেন—

---

[৫০] সূরা সাফ্ফাত, আয়াত : ১০৩

القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح

হৃদয় চার প্রকার—

- **এক.** অপঙ্কিল হৃদয়; যেখানে প্রদীপ্ত আল সদাভাস্বর হয়ে থাকে।
- **দুই.** আবরণে ঢাকা অবরুদ্ধ হৃদয়।
- **তিন.** বক্র হৃদয়।
- **চার.** দোদুল্যমান হৃদয়।[৫১]

সুতরাং একেবারে পরিশুদ্ধ মুমিনের হৃদয়। সে হৃদয় মুমিনের জন্য প্রদীপ তুল্য। যেখানে রয়েছে নির্মল আলোর ফোয়ারা। আর আবদ্ধ হৃদয় হলো কাফেরের হৃদয় আর বক্র হৃদয় হলো মুনাফিকের হৃদয়। এধরনের অন্তর কোনো বিষয় জেনেশুনে বুঝে তারপর অস্বীকার করে বসে। সর্বশেষ হলো দোদুল্যমান হৃদয়। যেখানে ঈমান যেমন রয়েছে সমপরিমাণ রয়েছে কপটতা।

এ-ধরনের অন্তরে ঈমানের অবস্থান হলো নবাগত উদ্ভিদের ন্যায়। পরিষ্কার পানি পেলে যা ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে। আর কপটতার অবস্থান হলো ফোঁড়ার মতো অর্থাৎ রক্ত এবং পুঁজ পেলে নাদুস-নুদুস হয়ে ওঠে। সুতরাং ঈমান এবং কপটতার টানাটানিতে যে বিজয়ী হয়, এ-ধরনের অন্তরে সেই স্থায়ী হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

> আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তাঁর গুণাবলি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা-সম্পন্ন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।[৫২]

---

[৫১] মুসনাদু আহমাদ

[৫২] সূরা রূম, আয়াত : ২৭

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তাআলার এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—

'অনেক মুফাসসিরগণ এই আয়াত উল্লেখ করতে গিয়ে এই কবিতার অবতারণা করেন—

> *পুকুর যখন নির্মল হয়ে বাতাসের আলিঙ্গানমুক্ত থাকে, তখন তাতে আসমান উচ্ছলিত হয়ে ওঠে, জ্বলে ওঠে সূর্য ও অযুত তারা*
>
> *তেমনি তাজাল্লিসম্পন্ন মানুষের হৃদয়ে দৃষ্টি দিলে চকচকে আয়নার মতো মিলে যায় প্রিয় প্রভুর দিদার-দেখা।*

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ তার কিতাব *আল-ফাওয়ায়িদ*-এ বলেছেন—

> যে-ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পারে নি, সে তার স্রষ্টাকে কীভাবে চিনবে? তোমরা জেনে রাখো—আল্লাহ তাআলা (নিজের জন্য) একটি অবস্থানস্থল তোমার (শরীরের) ভেতরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সেটি হলো—তোমার হৃদয়। সেই হৃদয়ের ভেতর স্থাপন করে দিয়েছেন তার পরিচয় চেনার একটি আরশ। যেখানে রয়েছে আল্লাহ তাআলার উত্তম সব গুণাবলির অবস্থান। তিনি তো তার সত্তা নিয়ে আরশে সমাসীন; কিন্তু তার মারিফাত, ভালোবাসা, একত্ববাদের গুণাগুণ অবস্থান করছে হৃদয়ের চৌকাঠে। সেই চৌকাঠের ওপরে বিছানো রয়েছে সন্তুষ্টির চাদর। তার ডানে-বামে তিনি স্থাপন করে দিয়েছেন শরিয়তের বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ। সেই ঘরের দিকে খুলে দিয়েছেন তার দয়া-ভালোবাসা এবং দিদারপ্রাপ্তির বাগিচার প্রশস্ত দরজা। অতঃপর সে বাগিচা সিঞ্চিত করেছেন তিনি কুরআনের সুনির্মল বাণী দিয়ে। সে বাগান থেকে থেকে উৎপন্ন হয় অসংখ্য সুগন্ধি ফুল। আনুগত্য, তাসবিহ-তাহলিল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার সুস্বাদু ফল। সেই উদ্যানের মাঝে সৃষ্টি করেছেন মারিফাতের বৃক্ষ। বৃক্ষ তার প্রতিপালকের আদেশে দিতে থাকে ভালোবাসা, তওবা ও নৈকট্যপ্রাপ্তির সুস্বাদু ফল। অতঃপর তার কালাম নিয়ে চিন্তা ফিকির ও গবেষণার মাধ্যমে সেই বাগান সিঞ্চন এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেই বাড়িতে ঝুলিয়ে দিয়েছেন এক সমুজ্জল প্রদীপ। যার আলোয় খুঁজে পাওয়া যায় রবের পরিচয়। স্থিত হয়ে যায় ঈমানের স্তম্ভ ও একত্ববাদের বিশ্বাস। আর এই প্রদীপ এক বরকতময়

তেল গাছ হতে ইন্ধনপ্রাপ্ত। যে তেল আগুনের স্পর্শ ছাড়াই যেন আলোকিত করে তোলে।

অতঃপর তার চারপাশে গড়ে ওঠে সুউচ্চ প্রাচীর বিপদ-মুসিবত ও ফল বিনষ্টকারী কীটপতঙ্গ রক্ষার অনন্য মাধ্যম। কেউ যদি সেই বাগিচা কি ক্ষতি করতে চায় তাদের এই ক্ষতি কিছুতেই সে বৃক্ষ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয় না। এবং তার চারপাশে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জন্য নিযুক্ত করে রেখেছেন অসংখ্য ফেরেশতা। এবং সেই বাড়ির মালিক এবং বাগানের মালিককে জানিয়ে দিয়েছেন সেখানে অবস্থান করা নিবাসী সম্পর্কে। তার সার্বক্ষণিক কাজ হলো—তার বসতকে সুন্দর করে গড়ে তোলা। তার সদা প্রচেষ্টা থাকবে—এই নিবাসী যেন মেহমানদারীতে মুগ্ধ হয়ে এই ঘরে স্থায়ী আবাস গড়ে নেয়। যখনই মনে হবে নিবাসী এই ঘরে থাকতে চাইছে না। ঘর নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছে—তখনই সে ঘর সংশোধনে নেমে পড়বে। সবসময় তটস্থ থাকবে—কখন আমার এই নিবাসী ঘর থেকে বের হয়ে যায়! আহা! কতইনা উত্তম সেই নিবাসী আর কত উত্তম সেই আবাস।

সুবহানাল্লাহ! এই বসত আর সেই বসত এর মাঝে কতইনা পার্থক্য—যে বসত বিরান হয়ে পড়ে আছে। পরিণত হয়েছে বিভিন্ন কীটপতঙ্গ আর বিষাক্ত প্রাণীর আখড়ায়। উচ্ছিষ্ট আর পচা ময়লার আস্তাকুঁড়ে। কারণ, কোনো প্রাণী প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য বিরান ঘরকেই খুঁজে নেয়।

সেই ঘরে যেন ভয়ঙ্কর আঁধার ঢেউ তুলে চলেছে। ছুটছে অসহ্যকর দুর্গন্ধ। খাঁ খাঁ বিরানভূমি। ময়লার ভাগাড়। কেউ সেখানে যেতে চায় না। বিভিন্ন পোকামাকড় কীটপতঙ্গের অভয়ারণ্য। সেই ঘরের চৌকাঠে ওপর বসে আছে ইবলিস শয়তান। সেখানে বিছানো আছে মূর্খতার ফরাশ। চারপাশে জমেছ প্রবৃত্তিপূজার জমজমাট আসর। ডানে-বামে ছড়িয়ে আছে প্রবঞ্চনার অসংখ্য উপকরণ। ঘরের দিকে খুলে দেওয়া হয়েছে লাঞ্ছনা, অপমান, অমানবিকতা আর দুনিয়াকামনার রুক্ষ ভূমির দুয়ার। সেই রুক্ষ ভূমিতে বর্ষিত হয় সদা মূর্খতা, অবাধ্যতা, শিরিক বিদআতের মহাবৃষ্টি। সেখান থেকে উৎপন্ন হয় পাপাচার ও অবাধ্যতার বিরাট বিচিত্র বৃক্ষ। জন্ম নেয় কাঁটাদার ও স্বাদহীন অসংখ্য ফল। ঝুলে থাকে মদ, নারী, গান-বাজনা ইত্যাদি দুর্গন্ধময় ফল। যেসব ফল পাপাচার ও অবাধ্যতায় পুষ্টি যোগায়। সেই ভূঁইয়ের মাঝে গেড়ে দেওয়া হয়েছে মূর্খতা ও ঔদাসিন্যের বৃক্ষ। বৃক্ষ থেকে আহরিত হতে থাকে

অন্যায় অনাচার, খেল তামাশা আর প্রবৃত্তিপূজার ফসল। আহরিত হয় দুঃখ যাতনা, হতাশা ও পেরেশানির অম্ল ফল।

যদিও খেলতামাশার নিমগ্নতায় দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির ঘোর কিছুটা কেটে যায়, কিন্তু খেলতামাশার মাদকতা কাটতেই চারদিক থেকে জাপটে ধরে হতাশার অক্টোপাস। সেই বৃক্ষ সিঞ্চনের জন্য নালা কেটে দেওয়া হয়েছে। নালা বেয়ে অনবরত সিঞ্চিন করে চলেছে প্রবৃত্তিপূজা, দূরাশা ও প্রবঞ্চনার কর্দমাক্ত আঠালো জল। এমন বধ্যভূমিতে ঘোর আধারে পড়ে থাকে সেই ঘর (হৃদয়)। পাহারাহীন অরক্ষিত তার চার দেওয়াল। যেকোনো মুহূর্তেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠতে পারে হিংস্র প্রাণীর বিষাক্ত নখরাঘাতে। ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে যেতে পারে অভাগিনী কালবৈশাখী। পরিণত হতে পারে দুর্গন্ধ পাপাচার, অন্যায়ের আস্তাকুঁড়ে।

সুতরাং যে নিজ হৃদয়ের আবাস চিনতে পেরেছে এবং সেখানে অবস্থানরত নিবাসীর কদর বুঝেছে এবং সেখানে সঞ্চিত অলংকার, গুপ্তধন ও বিভিন্ন উপায়-উপকরণ সম্পর্কে জানতে পেরেছে—সে নিজ জীবনাত্মার মাধ্যমে উপকার লাভ করতে সক্ষম।

আর যে-ব্যক্তি হৃদয়ের এই আবাস সম্পর্কে অজ্ঞ। সে নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। সে ভেঙে রেখেছে জীবন সুখের সকল সিঁড়ি।

সাহাল তসতুরিকে জিজ্ঞেস করা হলো—

: যে লোক দিনে একবার খায় তার ব্যাপারে আপনি কী বলবেন?

: এটা সিদ্দিকদের খাবার। তিনি বললেন।

: যে দুইবার খায়?

: এটা মুমিনের খাবার।

এবার তাকে জিজ্ঞেস করা হলো—যে তিনবার খায়?

তিনি বললেন—আমাকে জিজ্ঞেস না করে তার পরিবারকে বলো, তার জন্য যেন একটি খড়গাদা তৈরি করে রাখে।

আসওয়াদ ইবনু সালেম বলেন—'দুই রাকাআত সালাত আমার কাছে জান্নাতের সমুদয় জিনিস হতে প্রিয়।'

কেউ একজন বলল, 'আপনি ভুল বলছেন।'

তিনি বললেন— 'রাখো তোমাদের কথা। জান্নাত হলো নিজের সন্তুষ্টি; আর সালাত হলো রবের সন্তুষ্টি। নিজের সন্তুষ্টির চেয়ে রবের সন্তুষ্টিই আমার কাছে অধিক প্রিয়।'

আল্লাহওয়ালাগণ দুনিয়ার বুকে জান্নাতের সুগন্ধি ফুল। কোন মুরিদের নাকে সেই ঘ্রাণ পৌঁছে গেলে সেও জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

প্রেমিক-হৃদয়

প্রেমিকের হৃদয় গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্যের সমন্বয়কারী। সুতরাং যখন প্রেমিকের গাম্ভীর্যে চোখ পড়ে, তখন একটু সন্ত্রস্ত ভীত হয়ে উঠতে হয়; কিন্তু যখন তার সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাত হয়, অন্তর তৃপ্ত হয়ে যায়। তার প্রতি আসক্তি বেড়ে যায়।

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ এক জায়গায় বলেন—

> তোমরা কাফিরদেরকে দেখবে—তাদের শরীর খুব মজবুত এবং তারা খুব সুস্বাস্থ্যের অধিকারী; কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে তাদের অন্তর সবচেয়ে কলুষিত ও রোগাক্রান্ত।
>
> বিপরীতে মুমিনদের দেখবে—শরীরটা তার হয়তো হ্যাংলা-পাতলা, ফিনফিনে, জীর্ণশীর্ণ; কিন্তু হৃদয় থাকে খুব মজবুত এবং পরিপুষ্ট ।
>
> আল্লাহর শপথ, যদি তোমাদের অন্তর কলুষিত হয়, আর শরীর হয় বেশ নাদুসনুদুস, তারপরও তোমরা জগতের সবকিছুর চেয়ে আল্লাহর কাছে সর্বনিকৃষ্ট।
>
> সুতরাং অন্তরে যেমন উৎপন্ন হয় বহু সুগন্ধি এবং আনুগত্যের বৃক্ষ, তেমনি সেখানে সৃষ্টি হয় বহু কাঁটাদার ও স্বাদহীন ফল এবং অন্যায় অনাচারের বিষবৃক্ষ। তাই, হৃদয়ের অধিকারী হে মানুষ, তুমি বেছে নাও—দুটির কোনটি তুমি চাও! যা চাও, সে অনুপাতে তোমার হৃদয়ে তুমি তা বপন করো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আপনাকে তার সন্তোষজনক বিষয় অর্জনের তাউফিক দান করেন।

ভালোবাসা কাকে বলে?

সাহাল ইবনু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—